দশমঃ স্কন্ধঃ

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। এবং বিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে।
অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—অতদ্‌বীর্য্যবিদঃ (কৃষ্ণপ্রভাবানভিজ্ঞাঃ) কৃষ্ণস্য এবং বিধানি (গোবর্দ্ধন-ধারণাদীনি) কর্ম্মাণি বীক্ষ্য সুবিস্মিতাঃ তে গোপাঃ সমভ্যেত্য (নন্দমভিগম্য) প্রোচুঃ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! যাঁরা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান করে না, সেই ব্রজগোপগণ কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ সাক্ষাৎ দেখে অতীব বিস্ময়ান্বিত হয়ে নন্দমহারাজের নিকট সমাগত হলেন এবং ভক্তি সহকারে সযুক্তি বলতে লাগলেন।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ইত্থং শ্রীভগবতঃ শক্ত্যতিশয়দৃষ্ট্যা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেন ব্রজজনানাং তস্মিন্ কদাচিৎ প্রেমহ্রাসমাশঙ্ক্য তৎপরিহারার্থং, বিশেষতশ্চ গোপবর্গকৃতশঙ্কায়াঃ শ্রীনন্দেন নিরসনাৎ প্রেম-বিবৃদ্ধমিতি বোধনার্থং, তৎপ্রসঙ্গমারভতে—এবমিত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি, ঈদৃশান্যলৌকিকানি ইত্যর্থঃ। বহুত্বং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া,ন তস্য বীর্য্যমৈশ্বর্য্যং বিন্দতি অনুসন্দধতীতি তথা তে। যতস্তে ইতি—সদা তৎস্নেহবিবশত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। অতএব সুবিস্মিতাঃ সন্তঃ সম্যগ্‌ভক্ত্যা প্রণতিপূর্ব্বকং শ্রীগোপরাজমভিগম্য; যদ্বা, মিথঃ সম্ভূয়, প্রকর্ষেণ ন্যায় প্রদর্শনাদিনা প্রেমপর্য্যবসানত্বেন বা ঊচুঃ॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অতিশয্য দেখে ঐশ্বর্য-জ্ঞানের দ্বারা ব্রজজনের তাঁতে কদাচিৎ প্রেমের হ্রাস আশঙ্কা করে, তা পরিহারের জন্য এবং বিশেষতঃ শ্রীনন্দের দ্বারা গোপবর্গকৃত শঙ্কা নিরসন হেতু যে প্রেম-উচ্ছলতা হয়, তা বুঝানোর জন্য এই প্রসঙ্গ করা হচ্ছে—এবম্ ইত্যাদি কথা যাবৎ সমাপ্তি। **এবম্বিধানি**—ঈদৃশ অলৌকিক, এখানে বহুবচন প্রয়োগ পূর্ব-পূর্বের বহু অলৌকিক লীলার অপেক্ষায়। **অ+তদ্বীর্য্যবিদঃ**—যাঁরা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য 'বিন্দতি' অনুসন্ধান করে না, সেই গোপগণ। যেহেতু **তে**—তাঁরা সদা কৃষ্ণের প্রতি স্নেহ-বিবশতা হেতু প্রসিদ্ধ, এরূপ অর্থ। অতএব

সুবিস্মিত হয়ে **সমভেত্য**—'সম্যক্' ভক্তিভরে প্রণতি পূর্বক শ্রীগোপরাজের নিকট উপস্থিত হয়ে ; অথবা, পরস্পর মিলিত হয়ে **প্রোচুঃ**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা, বা যাতে প্রেমে পর্যাবসান হয় সেইভাবে বললেন ॥ জী০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ষড়্‌বিংশেতু তদৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যেক্ষণশঙ্কিনঃ। গোপান্ প্রবোধয়ামাস নন্দগর্গোক্তিগৌরবৈঃ ॥ ইহ কিল শ্রীগোবর্দ্ধনধারণসময়ে শ্রীকৃষ্ণলাবণ্যামৃতরসাস্বাদনিমগ্নানাং গোপানাং মনসি কোঽপি বিচার উদ্ভবিতুমবসরং ন প্রাপ। তদনন্তরং স্ব স্ব গৃহং গতানাং তেষাং সর্ব্বেষামেব হৃদি সন্দেহ এক উদপদ্যত ; অহো সংপ্রতি সাক্ষাদ্দৃষ্টেন গিরিধারণেন পূতনাবধাদয়োঽপি দাবানলোপশমনাদয়োঽপ্যস্যৈব কর্ম্মাণি প্রতীমস্তদা তদাতু ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদাৎ নন্দভাগ্যাতিরেকাৎ নারায়ণপ্রসাদপ্রাপ্তেঽস্মিন্ বালকে নারায়ণাবেশাদ্বা তে তেঽভূবন্নিতি বিতর্কা বৃথৈব কৃতা বস্তুতস্তু সাপ্তবর্ষিক বালকস্যাস্য সপ্তদিনাবধি শৈলেন্দ্রধারণং খলু নরত্বং নিষিদ্ধ্য পরমেশ্বরত্বমেব কথয়তি, কিঞ্চাস্মাকং সাংসারিকাণাং গ্রাম্যগোপানামেতৎ পিতৃপিতৃব্যমাতুলাদীনাং লালনৈঃ প্রফুল্লত্বং, অলালনৈর্বৈক্লব্যং তথা ক্ষুৎপিপাসা-দধিপয়শ্চৌর্য্য-দস্তানৃত-প্রলপন-বৎসগোচারণাদিকংপরমেশ্বরত্বে সতি কথং সম্ভবেদেতত্তু, পরমেশ্বরত্বং নিষিদ্ধ্য নরত্বমেব প্রতিপাদয়ত্যতোঽস্য তত্ত্বং নিশ্চেত্যুমসমর্থা মহাবুদ্ধিমন্তং ব্রজরাজমেব পৃষ্ট্বা নিঃসংশয়া ভবাম ইতি মনসি কৃত্বা তস্যৈব মহাস্থানীং প্রবিশ্য তং পপ্রচ্ছুরিত্যাহ—এবমিতি ॥ বি০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ২৬ অধ্যায়ে বর্ণন হয়েছে—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য দর্শনে শঙ্কাপ্রাপ্ত গোপগণকে গর্গোক্তি গৌরবের দ্বারা নন্দমহারাজ কর্তৃক প্রবোধন। শ্রীগোবর্ধন ধারণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্যামৃত আস্বাদনে নিমগ্ন থাকায় গোপগণের মনে এই ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য সম্বন্ধে কোনও বিচার উঠবার অবসর পায় নি। অতঃপর নিজ নিজ ঘরে গত তাঁদের সকলেরই হৃদয়ে এক সন্দেহের উদয় হল—অহো এখনই সাক্ষাৎ দৃষ্ট গিরিধারণ ও পূর্বের পুতনাবধাদি ও দাবানল উপশমাদি যা যা কৃষ্ণেরই কর্ম বলে বোধগম্য হচ্ছিল সেই সেই সময়ে, তা ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ হেতু, নন্দের অতি-ভাগ্য হেতু, বা নারায়ণ প্রসাদ প্রাপ্ত এই বালকে নারায়ণের আবেশ হেতু নিষ্পন্ন হতে পেরেছিল—এইরূপ বিতর্ক তৎকালে বৃথাই করেছিলাম—আসলে তো ৭ বছরের এই বালকের পক্ষে ৭ দিন পর্যন্ত পর্বতশ্রেষ্ঠ ধারণ করে থাকা এক অদ্ভুত ব্যাপার—এতে কিছুতেই ভাবা যায় না যে এ মানুষ—এর পরমেশ্বরত্বই সিদ্ধান্তিত হয়, আরও কথা হচ্ছে, এর পিতা-মাতা-কাকা-মামা প্রভৃতি সংসারী গ্রাম্য গোয়ালা আমাদের লালনে এর প্রফুল্লতা, অলালনে বিহ্বলতা, তথা ক্ষুধা পিপাসা-দধিদুগ্ধ চুরি, আস্ফালন, মিথ্যা কথন প্রভৃতি পরমেশ্বর হলে কি করে সম্ভব হতে পারে, এতে এ যে পরমেশ্বর, তাও ভাবা যায় না—এর নরত্বই প্রতিপাদিত হয় ; কাজেই এর আসল তত্ত্ব নিরূপণ করতে আমরা অসমর্থ—চল মহাবুদ্ধিমান্ ব্রজরাজকে জিজ্ঞাসা করে আমরা নিঃসংশয় হই, এইরূপ মনে করে নন্দের মহাপুরিতে প্রবেশ করত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবম্ ইতি ॥ বি০ ১ ॥

২। বালকস্য যদেতানি কর্ম্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্॥
৩। যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া।
কথং বিভ্রদ্গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব॥

২। **অন্বয়ঃ** বালকস্য যৎ এতানি অত্যদ্ভুতানি বৈ (চ) কর্ম্মাণি [দৃশ্যন্তে তস্মাৎ] অসৌ (বালকঃ) কথং গ্রাম্যেষু (হীনগোপবংশেষু) আত্মজুগুপ্সিতং (আত্মনঃ অযোগ্যং) জন্ম অর্হতি।

৩। **অন্বয়ঃ** সপ্তহায়নো (সপ্তবর্ষীয়ঃ) যঃ বালঃ কথং একেন করেণ লীলয়া (অনায়াসেন) গজরাট্ পুষ্করং ইব (মহাগজঃ পদ্মম্ ইব) গিরিবরং (গোবর্দ্ধনং) বিভ্রৎ।

২। **মূলানুবাদঃ** হে ব্রজরাজ! অতি অদ্ভুত আপনার এই বালকের কার্য, কাজেই এ প্রাকৃত-বালক নয়, কিন্তু ঈশ্বরই; তাই যদি হয় তবে কি করে এঁ হীন গোপঘরে স্বীয় নিন্দাস্পদ জন্ম নেওয়ার যোগ্য হলেন?

৩। **মূলানুবাদঃ** এই সপ্তমবর্ষীয় বালক কি করে অনায়াসে এক হস্তে গোবর্ধন ধারণ করল, মহাগজের পদ্ম ধারণের মতো।

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বালকস্য চেত্যন্বয়ঃ, অপার্থে চকারঃ, বৈ ক্বচিদ্বাল্যে বর্ত্তমানস্যাপীত্যর্থঃ। গ্রাম্যেষু গ্রাম্যত্বাৎ উত্তমতা হীনেষু, যেষু আত্মনো জুগুপ্সিতং নিন্দা যস্মাৎ তৎ; অসাবিতি পরোক্ষ-নির্দ্দেশেন তথাসৌ বনং গত ইতি লক্ষ্যতে, পরোক্ষ এব রসাপত্তেঃ॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বালকস্য**—'চ' কারের সহিত অন্বয়, 'অপি' অর্থে 'চ'কার অর্থাৎ বালক হলেও তার (অদ্ভুত কর্ম)। কোথাও 'বৈ' পাঠ আছে—এতে অর্থ হবে বাল্যে বর্তমান হলেও তাঁর অদ্ভুত কর্ম। **গ্রাম্যেষু**—গ্রাম্য হওয়া হেতু নিকৃষ্ট, **আত্মজুগুপ্সিত**—স্বনিন্দাস্পদ। **অসৌ**—সেই কৃষ্ণ, এখানে শুধু 'সেই' শব্দে পরোক্ষে কৃষ্ণকে উল্লেখে বুঝা যাচ্ছে, তখন কৃষ্ণ সাক্ষাতে নেই, বনে গিয়েছেন। এভাবে পরোক্ষে বলার কারণ নিন্দাস্পদ জন্মে রসের অসিদ্ধি॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অত্যদ্ভুতানীত্যতো নায়ং প্রাকৃতোবালাকঃ কিন্ত্বীশ্বরএব ইতি চেদত আহ—কথমিতি। অসাবিতি পরোক্ষনির্দ্দেশেন তদাসৌ বনং গত ইতি লভ্যতে। পরোক্ষত্ব এব রসাপত্তেঃ। আত্মজুগুপ্সিতমিত্যাত্মনো জুগুপ্সায়াং নিকৃষ্টেইপি ন প্রবর্ত্ততে কিমুত সর্ব্বপ্রকৃষ্ট ঈশ্বর ইতি ভাবঃ॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতি অদ্ভুত তাঁর লীলা, কাজেই এ প্রাকৃত বালক নয়, কিন্তু ঈশ্বরই। তাই যদি হয়, তা হলে, **কথম্ ইতি**—কি করে সে নিন্দাস্পদ জন্ম নিল। 'অসৌ'—'সে' এই পরোক্ষ (অসাক্ষাৎ) নির্দেশে বুঝা যাচ্ছে, তখন কৃষ্ণ বনে চলে গিয়েছেন। আর এতে কারণ, পরোক্ষেই রসসিদ্ধি। **আত্মজুগুপ্সিতম্**—স্বীয় নিন্দাস্পদ, কোনও নিকৃষ্ট অবতারেরও এই নিন্দনীয় গ্রামিক জনদের

মধ্যে জন্ম নেওয়া যুক্তিযুক্ত হত না, সর্বপ্রকৃষ্ট এই ঈশ্বরের কথা আর বলবার কি আছে, এরূপ ভাব ॥বি২-৭॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বালস্তত্র চ সপ্তাহায়নঃ সপ্তবর্ষমাত্রবয়াঃ, তত্রাপ্যেকেনৈব, ন চ কদাচিৎ পরিবৃত্ত্য করান্তরেণ তত্রাপি গিরিষু বরং শ্রেষ্ঠং পরমগুরুতরমিত্যর্থঃ। তত্রাপি লীলয়া কথং বিভ্রৎ স্থিত ইত্যসম্ভাব্যত্বেনাত্যদ্ভুতত্বং ব্যঞ্জিতম্। যো বাল; স কথমিত্যধ্যাহারেণান্বয়ঃ। লীলয়া ধারণে দৃষ্টান্তঃ—পুষ্করমিতি, এতেন সৌন্দর্য্যাদিবিশেষোঽপি সূচিতঃ। অতোঽসৌ লৌকিকবালকো ন ভবতীতি ভাবঃ। যত্তু বিষ্ণুপুরাণাদৌ—গ্রীষ্মকালে শ্রীবৃন্দাবনমাগত্য তস্য সপ্তমবর্ষে গোপালনে প্রবৃত্তিরিতি, তথা চোক্তম্—'কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ মহাব্রজে। সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ শ্রীস্বামিপাদৈরেব তট্টিকায়াং ব্যঞ্জিতোঽস্তি—এবং বৎসপালৌ সন্তৌ কালেন গচ্ছতা সপ্তবর্ষৌ গোপালনে সমর্থৌ বভূবতুরিতি। এবং 'বৎসপালৌ তু সংবৃত্তৌ রামদামোদরৌ ততঃ' ইতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। তদনন্তরঞ্চ তস্মিন্নেবাব্দে পরিস্মিন্ বা প্রাবৃট্ক্রীড়া, ততঃ কালিয়মর্দ্দনং, ততো ধেনুকপ্রলম্বয়োর্বধং, ততঃ শরদি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণমিতি তস্য চ কল্পভেদব্যবস্থয়া, ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতাবিত্যাদিনা বিরোধঃ পরিহার্য্য ইতি দিক্॥ জী০ ৩॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বালক তো বালক, মাত্র ৭বৎসরের বালক, এর মধ্যে আবার বিশেষ কথা একহাতে ধরে, আরও বিশেষ কথা, কখন-ও হাত না বদলিয়ে, আরও বিশেষ কথা সমস্ত পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পর্বত অর্থাৎ বিশাল ভার—এর মধ্যেও আবার অনায়াসে—কি করে ধরে থাকল, এইরূপে সম্ভাবনার-রহিততায় অদ্ভুতত্ব সূচিত হল। যেঃ বলঃ 'সঃ' কুথং, এইরূপে অন্বয় হবে 'স' পদটি আরোপ করে। অনায়াসে ধারণে দৃষ্টান্ত—'পুষ্করং গজরাড়িব' অর্থাৎ মহাহস্তী যেমন পদ্ম ধারণ করে—এর দ্বারা সৌন্দর্যাদি বিশেষও সূচিত হল, কাজেই এ লৌকিক বালক নয়, এরূপ ভাব। এই লীলাই বিষ্ণুপুরাণাদিতে এরূপ আছে, যথা—গ্রীষ্মকালে বৃন্দাবনে এসে ৭ বৎসর বয়সে কৃষ্ণ গোপালনে প্রবৃত্ত হলেন। এরূপ উক্তিও আছে, "মহাব্রজে সর্ব জগতের পালক কৃষ্ণ সপ্তবর্ষে উপনীত হয়ে বৎসপালক হলেন।" এর অর্থ শ্রীস্বামিপাদ তার টীকায় এইরূপ প্রকাশ করেছেন—এইরূপে কৃষ্ণ ব্রজে বৎসপালন করতে করতে সপ্তম বর্ষে পড়লেন, তখন তিনি গোপালনে সমর্থ হলেন, এরূপ অর্থ করা হল পূর্বে এইরূপ বলা হেতু—"অতঃপর রাম দামোদর দুভাই গোবৎস চরাতে লাগলেন"। এরপর সেই বৎসরে বা তার পরের বৎসরে বর্ষাবিহার, তৎপর কালিয়দমন, তৎপর ধেনুক ও প্রলম্বের বধ, অতঃপর জন্মাষ্টমীর পর অষ্টমবর্ষে পড়ে শরতে গোবর্ধন ধারণ। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বলা হল সপ্তমবর্ষে গোবর্ধন ধারণ, অতএব বিষ্ণুপুরাণের সহিত ভাগবতের বালকের বয়সের দিক দিয়ে বিরোধ এসে যাচ্ছে। এই বিরোধ পরিহার করা হল কল্পভেদ ব্যবস্থা দ্বারা (বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন এককল্পের কথা আর ভাগবত অন্য কল্পের কথা)। রামকৃষ্ণ দুজন গোবর্ধন ধারণ সময়ে পৌগণ্ডে (৫—১০) অবস্থিত—দুই পুরাণেই উক্ত আছে, পৌগণ্ডে এই লীলা, পৌগণ্ড দৃষ্টিতেও বিরোধের সমাধান হয়॥ জী০ ৩॥

৪। তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ।
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ॥

৪। **অন্বয়ঃ** আমীলিতাক্ষেণ (ঈষৎ মুদ্রিত নয়নেন) তোকেন (বালকেন কৃষ্ণেন) কালেন তনোঃ বয়ঃ ইব (তনোঃ যৌবনং কালেন যথা পীয়তে তদ্বৎ) মহৌজসঃ (মহাবলয়াঃ) প্রাণৈঃ সহ স্তনঃ পীতঃ।

৪। **মূলানুবাদঃ** অহো কি আশ্চর্য, ঈষৎ মুদ্রিত নয়ন এই বালক কি করে মহাবল পূতনার প্রাণের সহিত স্তন পান করল, কালের যৌবন হরণের মতো।

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যদি চ নেশ্বরস্তর্হি কথমেতানি কর্ম্মাণি সম্ভবেয়ুরিত্যাহুঃ দ্বাদশভিঃ—য ইতি, বিভ্রৎ স্থিত ইতিশেষঃ। পুষ্করং পদ্মং কথমিত্যস্য বিভক্তিবিপরিণামেণ যচ্ছব্দস্য চাগ্রিমশ্লোকেষ্বনুবৃত্তির্জ্ঞেয়া॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যদি এই বালক ঈশ্বর না-হয়, তা হলে এইসব অদ্ভুত কর্ম কি করে সম্ভব হতে পারে—এই আশয়ে দ্বাদশ শ্লোকে গোপগণ বলছেন—যঃ ইতি। **বিভ্রৎ**—ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল। **পুষ্কর**—পদ্ম। 'যঃ' এবং 'কথং' পদের অন্বয় পর পর শ্লোকে হবে, যথা (৪ শ্লোকের সহিত) 'যঃ' যে বালক ৭ বৎসরের মাত্র সে 'কথং' কি করে পূতনাকে স্তনপানচ্ছলে বধ করল? ইত্যাদি॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** পূর্ব্বমতিবাল্যে দুরূহত্বেন তৎকৃতত্বে সন্দিগ্ধান্যাপি পূতনা-বধাদীন্যধুনা সাক্ষাচ্ছ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণদৃষ্ট্যা তদীয়ান্যেবেতি নিশ্চিন্বন্তোঽপ্যাহুঃ—তোকেনেতি নবভিঃ। আ সম্যক্ মীলিতাক্ষেণ ইত্যুক্তদিশা, তেন চাত্যন্তবাল্যং বা বোধিতম্। পানপ্রকারশ্চ দুর্ব্বোধ ইতি দৃষ্টান্তেনাহুঃ—কালেনেতি, ইতি শক্তিবিশেষঃ সূচিতঃ। কথমিতস্য সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবৃত্তেঃ। সর্ব্বেষামেব তত্তৎকর্ম্মণা-মাশ্চর্য্যতোক্ত্যা গ্রাম্যেষু জন্মাযোগ্যতামেব সাধয়ন্তি; যদ্বা, কথমিত্যস্যানানুবৃত্ত্যাপ্যদ্ভুতানীত্যুক্ত্যা সোঽর্থঃ স্বতঃ পর্য্যবস্যতি, তোকেনৈবেত্যাদিভিশ্চাদ্ভুতকর্ম্মাণ্যেবোক্তানি॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** পূর্বে অতিবাল্যে তার কৃত পূতনা বধাদি লীলা সন্দেহের ব্যাপার হলেও তখন বিচার উপস্থিত হয় নি, কিন্তু এখন চোখের সামনে গোবর্ধন ধারণ লীলা ঘটতে দেখে আগের সেই সব লীলা সম্বন্ধেও বিচার উপস্থিত হল, তাই গোপগণ বলছেন - তোকেন ইতি নয়টি শ্লোকে। **আমীলিতাক্ষেণ**—'আ' সম্যক্ মুদ্রিত নয়ন, এইরূপ নয়নে থেকে, এর দ্বারা অত্যন্ত বাল্য বুঝা যাচ্ছে। প্রাণের সহ কি ভাবে পান করলেন, তা দুর্বোধ্য বলে দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হচ্ছে—কালেন ইতি। এই দৃষ্টান্তে এই ছয়দিনের বালকের শক্তি বিশেষ সূচিত হল। পূর্বের ৩ শ্লোকের 'কথং' পদটি সর্বত্র পরেও অন্বয় করে ব্যাখ্যা। সেই সেই কর্ম সকলেরই অদ্ভুত লাগা হেতু গ্রাম্য গোয়ালা ঘরে সেই অদ্ভুত শক্তিধরের জন্ম যে অযোগ্য তাই প্রমাণ করা হচ্ছে; অথবা, 'কথম্' পদটি পূর্ব শ্লোক থেকে টেনে না আনলেও, এই শ্লোকেই যা বলা হয়েছে, তাই অতি অদ্ভুত, এর থেকেই বলা চলে সেই অদ্ভুত শক্তি ধরের কি করে গ্রাম্য গোয়ালার

৫। হিন্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।
অনোঽপতদ্বিপর্য্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্॥

৫। অন্বয়ঃ মাসস্য (ত্রিমাসবয়সঃ) অধঃ শয়ানস্য (শকট নিম্নদেশে শায়িতস্য) রুদতঃ (ক্রন্দতঃ) [শিশোঃ] উদক্ চরণৌ হিন্বতঃ (ক্ষিপতঃ) প্রপদাহতং (পাদাগ্রেণ আহতং) অনঃ (শকটং) [কথং] বিপর্য্যস্তং অপতৎ।

৫। মূলানুবাদঃ শকটের নীচে শায়িত তিন মাসের এই বালক কাঁদতে কাঁদতে উপরের দিকে কোমল পদযুগল ছুঁড়লে অহো কি করে তাঁর অঙ্গুলের ডগায় লেগে শকট বিপর্যস্ত ভাবে ছিট্‌কে পড়ল?

ঘরে জন্ম হতে পারে?—ছয়দিনের শিশুর দ্বারা মাতৃস্তন চুষণচ্ছলে পূতনার প্রাণ আকর্ষণ করা, এ এক অদ্ভুত কর্ম, যা এই শ্লোকে বলা হল॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তোকেন যেন বালেন ঈষন্মুদ্রিতাক্ষেণ অলক্ষ্যমাণত্বে দৃষ্টান্তঃ তনোর্বয়ো-যৌবনং কালেন যথা পীয়তে তদ্বৎ॥ বি০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যে বালক অতি শিশু, তার দ্বারা কি করে ঈষৎ নয়ন-বোজা অবস্থায় ইত্যাদি—এই অবস্থাটি বোঝাচ্ছে, সকলের দৃষ্টির অগোচরেই এই প্রাণের পান কাজটি সম্পন্ন হল—এর দৃষ্টান্ত **কালেনেব বয়স্তনোঃ**—দেহের যৌবন যেমন অলক্ষিতে কাল পান করে সেইরূপে॥ বি০ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রপদেন ঈষৎ হতং প্রহৃতম্। রুদত ইতি পূর্ব্ববৎ বাল্যাতি শয়ঃ সূচ্যতে, তেন চাত্যাদ্ভুতত্বে হেতুতয়া শক্তিবিশেষ এব বোধ্যতে। এবমগ্রেঽপি। অন্যত্তৈঃ। তত্র মাস্যস্যেতি মাসমাত্রং ব্যাপ্য জাতবাল্যস্যেত্যর্থঃ। কালাদিত্যধিকারে 'তমধীষ্টো ভৃতো ভৃতো ভাবী বা' ইত্যধিকৃত্য 'মাসাদ্বয়সি যৎ খঞৌ' ইত্যনেন যদ্বিধানাৎ। তত্র দ্বিতীয়সূত্রে 'তং ভৃতঃ' ইতি তাবন্তং কালং ব্যাপ্য লব্ধসত্তাক ইত্যর্থে সতীতি ব্যাখ্যানাৎ। তৃতীয়সূত্রে বয়সীতি বিশেষাপাদানাচ্চ। কিন্তু মাসশ্চ মাসশ্চ মাসা ইতি ত্রয়াণামেবৈকশেষত্বকরণাৎ 'ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ' ইতি। তত্র মাস্য ইতি শৈষিকো যৎ। ত্রয় ইতি মাসানাং বহুত্বেঽপি ত্রিত্ব এব বিশ্রামাৎ কাপিঞ্জলাধিকরণ-ন্যায়েন 'ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ' (শ্রীভা০ ২।৭।২৭) ইতি প্রামাণ্যাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্। দ্বিতীয়স্কন্ধস্য চ সংবাদঃ কর্ত্তব্যঃ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রপদ+আহতম্—পায়ের ডগা দিয়ে 'আ' ঈষৎ প্রহৃত। **রুদতঃ**—কাঁদতে কাঁদতে, এই পদে অতি শিশু অবস্থাই সূচিত হচ্ছে—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, তাই এই শিশুর শক্তিবিশেষ ধ্বনিত হচ্ছে। এইরূপ অগ্রেও বুঝতে হবে। [শ্রীধর ঃ **মাস্যস্য**—তিন মাসের শিশুর, পদাঘাতে ইত্যাদি] এই টীকায় ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা শ্রীধরের এই মত স্থাপিত হয়েছে। শ্রীমদ্-ভাগবতের ২।৭।২৭ শ্লোকেও এ-বিষয়ে প্রমাণ, যথা—"তিন মাসের শিশুর পদাঘাতেই শকট উল্টে পরে গেল।"॥ জী০ ৫॥

৬। একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্॥
৭। ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উদূখলে।
গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ॥

৬। অন্বয়ঃ যঃ (কৃষ্ণঃ) একহায়ন আসীনঃ (স্থিতঃ) বিহায়সা দৈত্যেন (আকাশ চরেণ দৈত্যেন) হ্রিয়মানঃ (অপহৃত্য সন্) [নীয়মানঃ] কণ্ঠগ্রহাতুরং (গলদেশে পীড়নেন দুর্ব্বলং) তৃণাবর্তম্ অহন্ (অবধীৎ)।

৭। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে (নবনীতচৌর্য্যে) মাত্রা (যশোদয়া) উদূখলে বদ্ধঃ অর্জ্জুনয়োঃ (যমলার্জ্জুনবৃক্ষয়োঃ) মধ্যে বাহুভ্যাং গচ্ছন্ (রিঙ্গন্নিত্যর্থঃ) তৌ (অর্জ্জুনৌ) অপাতয়ৎ।

৬। মূলানুবাদঃ মাটিতে বসা অবস্থার একবৎসরের মৃদুল এই বালককে আকাশচারী তৃণাবর্ত অপহরণ করতে নিলে অহো তৎকর্তৃক কণ্ঠ ধারণেই কি করে সেই বিরাট দৈত্য বিহ্বল হয়ে পড়ল, আর কি করেই বা এ শিশু তাকে বধ করল?

৭। মূলানুবাদঃ কোনও দিন নবনীত চুরি অপরাধে যশোমা এই বালককে উদূখলে বাঁধলে সে হামাগুড়ি দিতে দিতে যমলার্জুনের মধ্যে গিয়ে অহো কি করে সেই বিশাল বৃক্ষদ্বয়কে উপড়ে ফেলে দিল?

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অনসোঽধঃশয়ানস্য মাস্যস্য মাসত্রয়বয়সঃ মাসাদ্বয়সি যৎ খঞ্জাবিতি যৎ, চরণৌ উদক্ ঊর্দ্ধং হিন্বতঃ চালয়তঃ যস্য প্রপদেন পাদাগ্রেণাহতং অনঃ শকটং বিপর্য্যস্তং সৎ কথমপতৎ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শকটের নীচে শয়ান তিনমাস বয়সের বালকের চরণযুগল উপরের দিকে **হিন্বতঃ**—ছুড়তে থাকলে সেই **প্রপদাহতম্**—পদাগ্রের দ্বারা শকট আঘাত প্রাপ্ত হল—এতেই **কথং**—কি করে বিপর্যস্ত হয়ে ছিটকিয়ে পড়ল?॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ আসীন ইতি অত্যন্তবাল্যমেবাভিপ্রেতম্, সম্যক্ চলিতুমপি পদা ন শক্নোতীত্যভিপ্রায়াৎ, কণ্ঠগ্রহণমাত্রেণৈবাতুরং বিহ্বলম্॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আসীন বসা অবস্থা, এই পদে অত্যন্ত বাল্যই বুঝানো অভিপ্রেত—পায় ভাল করে চলতে অসমর্থ, এরূপ অভিপ্রায়। **কণ্ঠগ্রহাতুরম্**—কণ্ঠ গ্রহণ মাত্রেই অসুর বিহ্বল॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ যে দৈত্যেন হ্রিয়মাণঃ সন্ তং তৃণাবর্ত্তং দৈত্যং কথমহন্॥ বি০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যে দৈত্যের দ্বারা অপহৃত হচ্ছিলেন সেই তৃণাবর্ত অসুরকে 'কথম্' কি করে বধ করলেন॥ বি০ ৬॥

৮। বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ॥

৮। অন্বয়ঃ সরামঃ (রামেণ সহ) বালকৈঃ বৃতঃ বনে বৎসান্ সঞ্চারয়ন্ হন্তুকামং অরিং বকং মুখতঃ অপাটয়ৎ (বিদারয়ামাস)।

৮। মূলানুবাদঃ বলরাম ও সুদামাদি বালকগণে পরিবৃত এই বালক বনে গোবৎস-চারণ করতে করতে হননেচ্ছু শত্রু বকাসুরের মুখ থেকে আরম্ভ করে সর্বশরীর অহো কি করে দুহাতে ধরে ফেরে ফেলল।

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ক্বচিৎ কদাচিৎ, অস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈবানুবৃত্তিঃ। বাহুভ্যাং তদগ্রভাগাভ্যাং করাভ্যামিত্যর্থঃ, উলূখলকর্ষণায় তয়োরেবাধিক্যেন প্রণোদনাৎ॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ক্বচিৎ—কদাচিৎ, এই পদটি আগে সর্বত্রই অন্বয় হবে। **বাহুভ্যাং অপাতয়ৎ**—বাহুর অগ্রভাগের দ্বারা অর্থাৎ হাতের দ্বারা অর্জুনদ্বয়কে ভূপাতিত করলেন—এখানে 'হাতের দ্বারা' এই কথা বলবার কারণ দুটি হাতেরই অতিশয় ভাবে নিয়োজন এই কাজে॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে নবনীতচৌর্য্যে বাহুভ্যাং গচ্ছন্ ত্রিঙ্গন্নিত্যর্থঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে—নবনীত চুরি করা হেতু। **বাহুভ্যাং গচ্ছন্**—হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ 'সরামো বালকৈর্বৃতঃ' ইতি রামে বালকেষু চ তত্রৈব সৎসু স এবাপাটয়দিতি সর্ব্বেভ্যঃ শক্তিবিশেষো ধ্বনিতঃ। মুখতো মুখমারভ্য অরিমিতি তামসযোনিত্বাদ্যদৃচ্ছয়া হন্তুকামং, অপি তু অরিং ভগিনীবধজাতশত্রুভাবাদাগ্রহেণাপীত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্ততত্তদ্বধব্যুৎক্রমস্তথাদ্য ব্যোমবধাতিক্রমশ্চ পরমবিস্ময়েনাক্রান্তচিত্তত্বাৎ। এবমগ্রেঽপি॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সরাম বালকৈর্বৃতঃ—রাম এবং সুদামাদি গোপ বালকগণ সেখানেই উপস্থিত থাকতে এই যে কৃষ্ণই বকাসুরের মুখের থেকে আরম্ভ করে সর্ব শরীর ফেরে ফেললেন, এতে সকলের থেকে কৃষ্ণেরই শক্তি বিশেষ ধ্বনিত হচ্ছে। **মুখতো**—মুখ থেকে। **অরিম্**—তামস যোনি হওয়া হেতু যথেচ্ছ হননেচ্ছা, উপরন্তু এখানে ভগিনীবধ-জাত শত্রুভাব হেতু এই ইচ্ছার ভিতরে আগ্রহের সংযোগ বুঝা যাচ্ছে। (শ্রীভা০ ১০।৫৯) বৎসাসুর বধের পর বকাসুর বধ বর্ণিত আছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আগে বকাসুর পরে বৎসাসুর বধ লীলা, কাজেই এখানে লীলার ক্রম লঙ্ঘন, তথা আদ্যব্যোমবধলীলা অতিক্রম—শ্রীশুকদেব গোস্বামির পরমবিস্ময়-আক্রান্ত চিত্তভাব হেতু। এইরূপ আগেও হয়েছে॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ দোর্ভ্যাং ধৃত্বা মুখতঃ মুখমারভ্য কথমপাটয়ৎ॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দুই হাতে ধরে **মুখতো**—মুখ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শরীর 'কথম্' কি করে ফেরে ফেললেন॥ বি০ ৮॥

৯। বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।
হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া॥
১০। হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধুংশ্চ বলান্বিতঃ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতম্॥

৯। অন্বয়ঃ জিঘাংসয়া (হননেচ্ছয়া) বৎসরূপেণ (গোবৎসরূপধারণেন) বৎসেষু প্রবিশন্তং [বৎসাসুরং] হত্বা তেন লীলয়া (অবলীলাক্রমেণ) কপিত্থানি (কপিত্থবৃক্ষান্) ন্যপাতয়ৎ (পাতয়ামাস)।

১০। অন্বয়ঃ বলান্বিতঃ (বলদেবেন সহ শ্রীকৃষ্ণঃ) রাসভদৈতেয়ং (ধেনুকং) তদ্‌বন্ধুন চ হত্বা পরিপক্কফলান্বিতং তালবনং ক্ষেমং (নির্ভয়ং) চক্রে।

৯। মূলানুবাদঃ বৎসাসুর গোবৎসরূপে সরাম কৃষ্ণকে বধেচ্ছায় বৎসপালের মধ্যে প্রবেশ করলে অহো কি করে তাঁকে অনায়াসে বধ করে কপিত্থ নামক মহাবৃক্ষের মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে ঐ বৃক্ষকে ধরাশায়ী করল?

১০। মূলানুবাদঃ বলরামের সহিত অহো কি করে ধেনুকাসুর ও তার বন্ধুদের বধ করল এবং এর দ্বারা পরিপক্ক তাল সমন্বিত তালবন সর্বোপভোগ্য করল?

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ জিঘাংসয়া সরামাস্য তস্য, লীলয়া হত্বা পশ্চাৎপাদদ্বয়গ্রহণেন ভ্রমণাৎ, কপিত্থানি চেতি- মহাবৃক্ষাগ্রবিক্ষেপদ্যোতনেন শক্তিবিশেষং সূচিতঃ॥ জী০ ৯॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ জিঘাংসয়া—সরাম কৃষ্ণকে হননের ইচ্ছায়। **লীলয়া**—বধ করে পিছনের পা-দুটি ধরে ঘুরানোতে খেলা, আর মহাবৃক্ষের মাথায় ছুঁড়ে দেওয়ায় শক্তি বিশেষ সূচিত হল॥ জী০ ৯॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বলান্বিত ইতি—ধেনুকবধেঽপি তস্যৈব প্রাধান্যবিবক্ষয়া, নূনমেতৎপ্রভাবেণৈব বলস্যাঽপি বলোদয়াদেতস্যৈককর্তৃত্বমিতি ভাবঃ। ক্ষেমং নির্ভয়ং সর্ব্বোপভোগ্যমিত্যর্থঃ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বলান্বিত—বলরামের সহিত কৃষ্ণ, যদিও তালবনে ধেনুকাসুর বধ বলরাম করেছিল, তবুও যে কৃষ্ণের নাম করা হল, তা ধেনুক বধেও কৃষ্ণেরই প্রাধান্য বলবার ইচ্ছায়, কারণ কৃষ্ণের প্রভাবেই বলরামেরও বলোদয় হেতু কৃষ্ণেরই কর্তৃত্ব, এরূপ ভাব। **ক্ষেমং ইতি**—তালবনকে ভয়শূন্য করলেন অর্থাৎ সর্বোপভোগ্য করলেন॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ রাসভদৈতেয়ং ধেনুকম্। বলান্বিত ইতি তত্রাপি কৃষ্ণস্য প্রাধান্যং বিবক্ষিতম্॥ বি০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ রাসভদৈতেয়ং—ধেনুকাসুর। **বলান্বিত ইতি**—এখানেও কৃষ্ণেরই প্রাধান্য বলবার ইচ্ছায় বলা হল বলরামের সহিত কৃষ্ণ, যদিও বলরামের হাতেই ধেনুকাসুরের বধ হয়েছিল॥ বি০ ১০॥

১১। প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা।
অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ॥
১২। আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ।
প্রসহোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেসৌ নির্বিষোদকাম্॥

১১। **অন্বয়ঃ** বলশালিনা বলেন (বলদেবেন) উগ্রং প্রলম্বং ঘাতয়িত্বা (নাশয়িত্বা) আরণ্য বহ্নিতঃ গোপান্ ব্রজপশূন্ চ অমোচয়ৎ (রক্ষিতবান্)।

১২। **অন্বয়ঃ** অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আশীবিষতমাহীন্দ্রং (অতিক্রূরবিষঃ সর্পরাজং) [কালিয়ং] বিমদং (বিগতাহঙ্কারং যথা স্যাৎ তথা) দমিত্বা প্রসহ্য (বলাৎ) হ্রদাৎ (যমুনাহ্রদাৎ) উদ্বাস্য (নিষ্কাস্য) যমুনাং নির্বিষোদকাং চক্রে (কৃতবান্)।

১১। **মূলানুবাদঃ** অহো আপনার এই বালক কি করে প্রলম্ব নামক মহাসুরকে বলরামের হাতে বধ করিয়ে ব্রজের গো-গোপদের রক্ষা বিধান করল দাবানল থেকে?

১২। **মূলানুবাদঃ** অহো কি করে আপনার এই ছোট্ট বালক অতি ক্রূর বিষধর কালিয় নাগকে নিজ বলে শাসন করত গর্বশূন্য করে হ্রদ থেকে নির্বাসিত করে দিল, যার ফলে যমুনার জল বিষশূন্য হল?

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বলেন ঘাতয়িত্বেতি তত্রাপি তস্য মুখ্যত্বং সূচিতম্। কুতো বলেনৈবাঘাতয়ন্ন ত্বন্যেন? তত্রাহুঃ—বলেতি, তৎপ্রভাবলব্ধবলবিশেষবতা, অতস্তস্মিন্ বিদ্যমানে অন্যেন ঘাতনা ন যোগ্যেতি ভাবঃ॥ জী০ ১১॥

১১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বলেন ঘাতয়িত্বা**—বলরামের দ্বারা বধ করিয়ে, এখানেও কৃষ্ণেরই মুখ্যত্ব সূচিত হল, কি করে? উত্তরে, বলদেবের দ্বারাই বধ করালেন, অন্যের দ্বারা নয়, কর্তৃত্ব কৃষ্ণেরই। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বলশালিনা**—কৃষ্ণপ্রভাব-লব্ধ বলবিশেষশালী, অতএব বলরাম বিদ্যমানে অন্যের দ্বারা বধ সমুচিত হয় না॥ জী০ ১১॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বিমদং যথা স্যাত্তথা দময়িত্বা; যদ্বা, বিমদং সন্তং হ্রদাদুদ্বাস্য॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ দমিত্বা বিমদং**—যাতে গর্বনাশ হয় সেই ভাবে দমন করে, অথবা কালিয় গর্বশূন্য হয়ে গেলে হ্রদ থেকে নির্বাসিত করলেন তাকে॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আশীবিষতমোঽতিক্রূরবিষশ্চাসাবহীন্দশ্চেতি তং বিমদং যথা স্যাত্তথা দমিত্বা॥ বি০ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আশীবিষতমাহীন্দ্রং**—অতি ক্রূর বিষধর সর্পশ্রেষ্ঠ। গর্বশূন্য যাতে হয়ে যায় সেই ভাবে দমন করলেন॥ বি০ ১২॥

১৩। দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্‌সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্‌।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্‌॥

১৩। অন্বয়ঃ [হে] নন্দ! অস্মিন্‌ তে (তব) তনয়ে (পুত্রে) নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বেষাং ব্রজৌকসাং দুস্ত্যজঃ (অপরিহার্য্যঃ) অনুরাগঃ, তস্যাপি (শ্রীকৃষ্ণস্যাপি) অস্মাসু (ব্রজবাসিষু) ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ অনুরাগঃ) কথম্‌ (কেন হেতুনা)।

১৩। মূলানুবাদঃ হে নন্দ! তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসির দুষ্পরিহার্য স্বাভাবিক অনুরাগ রয়েছে, আমাদের প্রতিও তাঁর উক্তরূপ অনুরাগই দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি? এ নিশ্চয়ই পরমাত্মা হবে।

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কিঞ্চ, দুস্ত্যজশ্চেতি তে তনয়ে তবৈব তনয়োঽয়ং নাস্মাক মিতি বিচারিতেঽপি ত্যক্তুমশক্যঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ। তত্রাপি সর্ব্বেষাম্‌, অতো ভবতু বা সর্ব্বাকৃতিসুন্দরে সর্ব্বচিত্তাকর্ষকেঽনন্য-গতীনামস্মাকমানুরাগো দুস্ত্যাজস্তস্যাপ্যস্মাস্বযোগ্যষ্বপি ঔৎপত্তিকো জন্মদিনমেবারভ্য দৃষ্টঃ স্বাভাবিক এবেত্যর্থঃ। অত্রাস্মিন্নিতি—তত্তদ্বৈলক্ষণ্যেন সম্প্রতি প্রস্তূয়মান ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। অত্র কিমিত্যাদ্যুৎপ্রেক্ষায়াং মিথো দেহদেহিনোর্যথা তদ্বৎ ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দুস্ত্যজশ্চ ইতি—অপরিহার্য (অনুরাগ)—এ আপনারই পুত্র, আমাদের তো নয়, এরূপ বিচারপরায়ণ হলেও ছাড়তে পারছি না, কারণ এই অনুরাগ স্বাভাবিক। **সর্ব্বেষাং**—শুধু যে আমাদের একলার তাই নয় ব্রজের পশু পাখী সকলেরই (এর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ)। সুতরাং হতেও পারে সর্ব আকৃতি-প্রকৃতি সুন্দর সর্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণে অননন্যগতি আমাদের অনুরাগ অপরিহার্য—কিন্তু এই কৃষ্ণেরও এই অযোগ্য আমাদের প্রতি **ঔৎপত্তিকঃ**—জন্মদিন থেকে আরম্ভ করেই স্বাভাবিক অনুরাগ দৃষ্ট হচ্ছে—এ কি ব্যাপার? এখানে **অস্মিন্‌ ইতি**—এই বালকের প্রতি ১০-১২ শ্লোকে সেই সেই বিলক্ষণতায় ও সম্প্রতি প্রকৃষ্ট ভাবে স্তূয়মান বালকের প্রতি। [শ্রীধর ঃ **কথম্‌**—'কিং' এঁ কি সকলের আত্মা (পরমাত্মা), এরূপ শঙ্কা] এখানে 'কিং' ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষাতে বুঝা যাচ্ছে, পরস্পর দেহ দেহীর মধ্যে যেরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ সেইরূপ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবমস্যেশ্বরত্বে গিরিধারণাদয় এতন্নিষ্ঠা ধর্ম্মা এব হেতবো দর্শিতাঃ। অস্মদাদিসর্ব্বব্রজবাসিনিষ্ঠশ্চৈকো ধর্ম্মো দৃশ্যতামিত্যাহ,—দুস্ত্যজশ্চেতি। তে তনয়ে তবৈব তনয়োনাস্মাকমিতি। সম্যগ্বিচারিতে সত্যপীতি ভাবঃ। ন কেবলমস্মাকং বাৎসল্যভাববতামেব গোপানাং অপি তু সর্ব্বেষাং বালাদীনামপি সখ্যাদিভাববতাং স্ত্রীপুংসামপি জাত্যন্তরাণামপি বনৌকসাং মৃগপক্ষ্যাদীনামপি অনুরাগঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মানা বর্দ্ধমানা প্রীতিরনুরাগশব্দস্য তথাভূতার্থকত্বাৎ নতু প্রীতিমাত্রম্‌। কিঞ্চ, দুস্ত্যজ ঔৎপত্তিকত্বাৎ সম্প্রতীশ্বরত্ব লক্ষণে দৃষ্টেঽপিত্যক্তুমশক্যঃ। তেন পুত্রবিত্তাদিদেহজীবাত্মভ্যো যথোত্তরাধিকপ্রেমাস্পদেভ্যোঽপ্যাত্যন্তিকপ্রেমাস্পদং পরমাত্মৈবায়মিতি বুদ্ধ্যতে। ন হি কেবল নরত্বে সত্যেবং সম্ভবতীতি ভাবঃ।

১৪। ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে॥

১৪। অন্বয়ঃ [হে] ব্রজনাথ! সপ্তহায়নঃ (সপ্তবর্ষীয়ঃ) বালঃ (বালকঃ) [কৃষ্ণঃ] ক্ব মহাদ্রি বিধারণং (গোবর্দ্ধন মহাগিরি ধারণঞ্চ) ক্ব ততঃ (তস্মাৎ) তব আত্মজে (পুত্রে) নঃ (অস্মাকং) শঙ্কা (সংশয়ঃ) জায়তে।

১৪। মূলানুবাদঃ হে ব্রজনাথ! সাত বৎসরের শিশুই বা কোথায়, আর এই বিশাল পর্বত ধারণই বা কোথায়। এই বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ দেখে তোমার পুত্র সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয়ের উদয় হচ্ছে।

সত্যং তর্হি পরমাত্মৈবায়ং নিশ্চীয়তামিতি চেত্তত্রাহুঃ—অস্মাসু সর্ব্বেষু ব্রজবাসিষু বনৌকঃসু চ তস্যাপি অনুরাগ উক্তলক্ষণঃ কথং সম্ভবেৎ তস্যাত্মারামত্বেন সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাদস্মাসু সাংসারিকেষ্বোৎপত্তিক্যা শক্তির্ন ঘটত ইতি ভাবঃ॥ বি০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এইরূপে এই বালকনিষ্ঠ ধর্ম গিরিধারণাদি অদ্ভুত কর্মসকল এঁর ঈশ্বরত্বে কারণরূপে দেখান হল। হে নন্দ মহারাজ, আমা প্রভৃতি সর্ব ব্রজবাসিনিষ্ঠ এক ধর্ম এবার দেখতে আজ্ঞা হোক, এই আশয়ে গোপগণ বলছেন—দুস্ত্যজশ্চেতি। **তে তনয়ে**—পুত্র তো আপনারই, আমাদের তো নয়, ইহা সম্যক্ বিচার করা হলেও এঁর প্রতি অনুরাগ কমে যাওয়া দূরের কথা বেড়েই যাচ্ছে, এরূপ ভাব। কেবল যে বাৎসল্য ভাববিশিষ্ট গোপ আমাদেরই, তাই নয়, পরন্তু সখ্যভাববিশিষ্ট সকল গোপবালকদেরই, অন্যজাতির স্ত্রীপুরুষগণেরও বনের মৃগপক্ষীদেরও শুধু যে প্রীতি তাই নয়, প্রীতির পরিপক্ক অবস্থা অনুরাগ প্রতিক্ষণ নবনবায়মান রূপে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। এই ভাবটি দুষ্পরিহার্য **ঔৎপত্তিক**—স্বাভাবিক হওয়া হেতু সম্প্রতি এতে ঈশ্বরত্ব লক্ষণ দেখলেও সেই অনুরাগ তো ত্যাগ করতে পারছি না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে,পুত্রবিত্তাদি থেকে নিজ দেহ, দেহ থেকে জীবাত্মা, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা অধিক অধিক প্রেমাস্পদ—ইনি সেই পরমাত্মা নিশ্চয়। কেবল মানুষ মাত্র হলে এরূপ সম্ভব হত না। হে নন্দরাজ, সত্যই তা হলে একে পরমাত্মা বলে নিশ্চয় করতে আজ্ঞা হোক—আচ্ছা তাই যদি হয়, তা হলে আমা সকল ব্রজবাসির প্রতি ও বনবাসী সকলের প্রতি এই বালকেরও উক্ত লক্ষণ অর্থাৎ দুষ্পরিহার্য স্বাভাবিক অনুরাগ কি করে সম্ভব? পরমাত্মা তো আত্মারাম। এই বালক আত্মারাম হলে সর্বত্র উদাসীন হতেন, আর এ কারণে সাংসারিক আমাদিগের প্রতি স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ অর্থাৎ অনুরাগ হত না, এরূপ ভাব॥বি।১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কেত্যয়মর্থঃ—সপ্তহায়নত্বেন জন্মবৃদ্ধ্যাদয়ঃ তদবস্থাগৃহীতাঃ, তাভিশ্চ বালত্বং নিশ্চিতং, তচ্চাত্যন্তং বালান্তরেষু ব্যাপ্তিদর্শনাৎ, তথা মহাদ্রিধারণেন পূতনাদিবধহেতুপ্রভাবত্বং স্বাভাবিকপ্রেমবিষয়াশ্রয়ত্বঞ্চ গৃহীতম্। তাভ্যাং বালাদন্যত্বং তদন্যত্বেঽপি দেবাদিত্বং, তত্রাপি পরম বিলক্ষণত্বং নিশ্চিতং, বালান্তরাদৌ তত্তদদর্শনাৎ। তদেবং সপ্তহায়নত্বাদিত্বে বালাদন্যত্বং ন সম্ভবতি, মহাদ্রীত্যা-

শ্রীনন্দ উবাচ।

১৫। শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ॥

১৫। অন্বয়ঃ শ্রীনন্দঃ উবাচ—[হে] গোপাঃ! গর্গঃ এনং কুমারম্ উদ্দিশ্য মে (মহ্যং) যৎ উবাচ হ মে (মম্) বচঃ (তদ্‌বাক্যং) শ্রূয়তাম্। বঃ (যুষ্মাকং) অর্ভকে (অস্মিন্ বালকে) শঙ্কা চ ব্যেতু (দূরী ভবতু)।

১৫। মূলানুবাদঃ শ্রীনন্দমহারাজ বললেন—হে গোপগণ! আমার এই পুত্রকে উদ্দেশ্য করে গর্গমুনি যা স্পষ্টরূপে আমাকে বলেছিলেন সেই কথা আমার নিকট থেকে শোন, শুনলে এ-বালকে তোমাদের শঙ্কা চলে যাবে।

দিত্বে চ বালত্বঞ্চ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদেকস্মিন্ মিথো বিরোধির্ম্মদ্বয়াৎ শঙ্কাবিপ্রতিপত্তিজঃ সংশয়ঃ। বলোঽয়ং বালাদন্যঃ পরমবিলক্ষণদেবাদির্বেতি ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আরও **ক্ব ইতি**—এই বালকই বা কোথায় আর এই বিশাল পর্বতই বা কোথায়? এই 'ক্ব' বাক্যের ধ্বনি—'সপ্তহায়ন' অর্থাৎ সপ্ত বৎসর পদের দ্বারা জন্ম বৃদ্ধি আদি সেই অবস্থা গৃহীত—এ সবের দ্বারা বাল্যভাব নিশ্চিত—এই বাল্যভাবের উচ্ছলতা প্রকাশিত—সুদামাদি অন্য বালকেও এর ব্যাপ্তি দর্শন হেতু 'উচ্ছলতা' বলা হল, তথা 'মহাদ্রি ধারণম্ অর্থাৎ বিশাল পর্বত ধারণ' পদের দ্বারা পূতনাদি বধ হেতু প্রভাব এবং স্বাভাবিক প্রেমের বিষয়-আশ্রয়ত্ব গৃহীত। হে মহারাজ, এই সকল অদ্ভুত কর্মের দ্বারা এক সাধারণ বালক থেকে তোমার এই বালক যে ভিন্ন, এই ভিন্নের মধ্যেও দেবতাদি জাতীয়, আবার দেবতাদের মধ্যেও পরম বিলক্ষণ অর্থাৎ পরম দেবতা, ইহা নিশ্চিত হচ্ছে—অন্য বালকাদিতে সেই সেই অদ্ভুতত্ব অদর্শন হেতু। সুতরাং এইরূপে 'সাত বৎসর বয়সের' ইত্যাদি অবস্থা থাকায় বালক ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যাচ্ছে না, আবার 'বিশাল পর্বত ধারণ' ইত্যাদি ভাব থাকায় একে বালক বলেও ভাবা যাচ্ছে না, এরূপ অর্থ। অতঃপর এই হেতু একেতেই পরস্পর বিরোধি ধর্মদ্বয় থাকা হেতু **শঙ্কা**—বিরোধ থেকে জাত সংশয়। হে মহারাজ, আপনার এই বালক সাধারণ বালকের থেকে ভিন্ন পরম বিলক্ষণ দেবাদিই বা হবে ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ উক্তমপ্যদ্রিধারণং প্রস্তুতত্বাদতিবিস্ময়েন পুনরাহুঃ ক্বেতি ॥ বি০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পর্বত ধারণ একবার যথাস্থানে বলা হয়েছে—অতি বিস্ময়ে পুনরায় বলা হচ্ছে—ক্ব ইতি ॥ বি০ ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নিজাশেষভগবত্তাপ্রকটনার্থমবতীর্ণোঽয়ং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেবেতি ব্যক্তমুক্তে কদাচিদৈশ্বর্য্যজ্ঞানেন ভয়গৌরবাদিনা স্নেহহানিঃ স্যাদিতি শঙ্কয়া শ্রীগর্গেণ সাক্ষাৎ

পরমৈশ্বর্য্যমনুকৃত্বা ব্যপদেশেনৈব তদ্ব্যঞ্জয়তা যান্যক্ষরাণ্যুক্তানি, তৈরেবেদৃশস্বাভাবিকগুণ-বালকতা-প্রতিপাদক তয়াবধারিতৈর্গোপান্ প্রবোধয়ন্নাহ—শ্রূয়তামিতি। মে মম গর্গদ্বারা শ্রুতৈতৎপ্রভাবস্য বচঃ, বঃ শঙ্কা ব্যেতু ক্ষীয়তাম্। অর্ভক ইতি স্বস্য বালত্বেনৈব নিশ্চয়ং বোধয়তি। যদ্বা, বো যুষ্মাকং যোঽর্ভকস্তস্মিন্নিতি—মমেব যুষ্মাকমপ্যয়ং বালক ইতি স্নেহবিশেষমেব বর্দ্ধয়তি। এনং ভবতা পরমানুরাগবিষয়ং পরোক্ষেঽপ্যপরোক্ষবদুক্তিঃ, সদা তস্য সাক্ষাদিব হৃদি স্ফূর্ত্তেঃ। মে মম কুমারং পুত্রমিতি পূর্ব্ববৎ পুনঃ পুনস্তথৈবোক্তিরতিনিশ্চয়ায়। যদ্বা, মে মামেকাকিনং যদ্বচঃ হ ব্যক্তমেব, ন চ সঙ্কেতাদিনেত্যর্থঃ; যদ্বা, হ হর্ষে॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিজ অশেষ ভগবত্তা প্রকটনের জন্য অবতীর্ণ এই বালক সাক্ষাৎ ভগবানই, ইহা খোলাখোলি বললে কদাচিৎ ঐশ্বর্যজ্ঞান হেতু ব্রজবাসিদের ভয়-গৌরবে স্নেহ-হানী হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রীগর্গমুনি সাক্ষাৎভাবে পরমৈশ্বর্য না বলে ইঙ্গিতেই উহা প্রকাশ করে যে সব অক্ষর বললেন, তাই বালকের ঈদৃশ স্বাভাবিক গুণ ও বালকত্ব প্রতিপাদকরূপে নিশ্চয় করে, তার দ্বারাই নন্দমহারাজ গোপগণকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন—শ্রূয়তাম্ ইতি। **মে বচঃ**—গর্গমুখে 'মে' আমার কথা—এই বালকের প্রভাবের কথা শোন। শুনলে এই বালককে তোমাদের শঙ্কা **ব্যেতু**—চলে যাবে। **অর্ভক**—এ যে তার নিজেরই পুত্র, তাই নিশ্চয়রূপে বুঝালেন এই পদে; অথবা, 'বোঽর্ভকে' এই যে তোমাদের বালক এতে (শঙ্কা চলে যাবে)—আমার এই বালক তোমাদেরও, এইরূপে গোপগণের মনে স্নেহ বিশেষ উচ্ছলিত করে উঠালেন। **এনং কুমারং**—এই বালক, অসাক্ষাতেও 'এই যে সাক্ষাৎবৎ উক্তি—হৃদয়ে সদা সাক্ষাতের মত স্ফূর্তি হেতু। **মে কুমারং**—আমার পুত্র—এইরূপে পুনঃ পুনঃ 'আমার পুত্র আমার পুত্র' উক্তি, এই কথাটা অতি নিশ্চয় করার জন্য; অথবা, একাকী নির্জনে আমার কাছে যে বাক্য **হ**—স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, সঙ্কেতাদি দ্বারা নয়, এরূপ অর্থ। অথবা 'হ' হর্ষে।

[শ্রীধর—নন্দমহারাজ পূর্বে যে গর্গমুনির মুখে শুনেছিলেন, 'তোমার এই বালক নারায়ণ সম গুণের' সেই কথা সম্বন্ধে অসম্ভাবনা বুদ্ধি চলে গেল, বালকের লীলা আলোচনা দ্বারা—কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান জাত হল। ইদানীং তিনি সেই বাক্যের দ্বারাই গোপদের উপদেশ দিলেন—শ্রূয়তাং ইতি।]॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অহো মদ্বালকেঽস্মিন্ প্রাক্ সিদ্ধমহাপ্রভাবে মদিষ্টদেবস্য শ্রীনারায়ণস্য ময্যতিকৃপয়া মদ্বিপদোঽভিহন্তুমাবেশমালক্ষ্যতে সংশেরতে তদেতান্ শ্রীগর্গোক্ত্যৈব প্রবোধয়ামীত্যাশয়েনাহ—শ্রূয়তামিতি॥ বি০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অহো প্রাক্‌সিদ্ধ মহাপ্রভাবে আমার এই বালকে আমার ইষ্ট-নারায়ণের আবেশ অনুমান হচ্ছে, আমার প্রতি কৃপায় আমার বিপদ দূর করার জন্য—সংশয়ান্বিত এদিগকে গর্গমুনির উক্তি দ্বারাই সান্ত্ব করছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—শ্রূয়তাম্ ইতি॥ বি০ ১৫॥

১৬। বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
১৭। প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥
১৮। বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥
১৯। এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥
২০। পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ॥
২১। য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥

১৬। অন্বয়ঃ অনুযুগং (প্রতিযুগং) তনূঃ (বিগ্রহান্) গৃহ্ণতঃ (স্বীকুর্ব্বতঃ) অস্য শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ কিল (পুরা বভুবুঃ) ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ।

১৭। অন্বয়ঃ তব অয়ম্ আত্মজঃ প্রাক্ (পূর্ব্বজন্মনি) ক্বচিৎ বসুদেবস্য জাতঃ (বসুদেবস্য সকাশো প্রাদুর্ভূতঃ) [অতএব] অভিজ্ঞাঃ (অস্য বালকস্য জন্মকর্ম্মাদি অভিজ্ঞাঃ জনাঃ) শ্রীমান্ বাসুদেব ইতি সংপ্রচক্ষতে।

১৮। অন্বয়ঃ তে (তব) সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি, তানি অহং বেদ (জানামি) জনাঃ ন (জানন্তি)।

১৯। অন্বয়ঃ এষঃ গোপগোকুলনন্দনঃ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) আধাস্যৎ (করিষ্যতি) যূয়ং অনেন (বালকেন) অঞ্জঃ (অনায়াসেন) সর্বদুর্গাণি তরিষ্যথ (অতিক্রান্তাঃ ভবিষ্যথ)।

২০। অন্বয়ঃ [হে ব্রজপতে! পুরা অরাজকে দস্যু পীড়িতাঃ সাধক অনেন (তব পুত্রেণ) রক্ষ্যমানাঃ সমেধিতাঃ (সংবর্দ্ধিতাশ্চ) দস্যূন্ জিগ্যুঃ (জিতবন্তঃ)।

২১। অন্বয়ঃ যে মহাভাগাঃ মানবাঃ এতস্মিন্ তব পুত্রে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি বিষ্ণুপক্ষান্ অসুরাঃ ইব অরয়ঃ এতান্ ন অভিভবন্তি।

১৬। মূলানুবাদঃ তোমার এই পুত্র যুগে যুগে তনু ধারণ করে—পূর্বে এঁর তনু শুক্ল-রক্ত-পীত এই তিন বর্ণের ছিল। ইদানীং জগন্মোহন কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হল।

১৭। মূলানুবাদঃ পূর্বে তোমার এই পরমসুন্দর পুত্র কোনও এক নির্জনস্থানে বসুদেব থেকে জন্মেছিল, তাই অভিজ্ঞজন একে বাসুদেব বলে অভিহিত করে।

১৮। মূলানুবাদ ঃ তোমার এই পুত্রের গুণকর্মানুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে তা আমিই জানি, সাধারণ লোক জানে না।

১৯। মূলানুবাদ ঃ গোপকুল ও ধেনু আদি সকলকেই আনন্দদায়ী তোমার এ-পুত্র তোমাদের মঙ্গল বিধান করবে। এর প্রভাবে তোমরা সকল বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করবে।

২০। মূলানুবাদ ঃ হে মহারাজ! পুরাকালে ইন্দ্রের পদচ্যুতিতে অরাজক উপস্থিত হলে তোমার এ-পুত্রের দ্বারা দৈত্যগণ পরাজিত হয়েছিল। অতঃপর দৈত্যপীড়িত দেবতাগণ তাঁর দ্বারা রক্ষিত হয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

২১। মূলানুবাদ ঃ হে পরমপুণ্যবতী যশোদারাণি! অসুরগণ যেমন দেবতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্য মাত্রেই যাঁরা এর প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়, তাঁদের প্রতি বাইরের শত্রু এবং অন্তরের কামাদি রিপু প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

১৬-২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গর্গোক্তিমেবাহ—বর্ণা ইত্যাদিনা, ন বিস্ময় ইত্যন্তেন। অত্র প্রাচীনপ্রকটার্থোঽনুসন্ধেয়ঃ। কিঞ্চাত্র 'তস্মান্নন্দকুমারোঽয়ম্' ইতি প্রথমশ্চরণঃ, 'তৎ কর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ' ইতি দ্বিতীয়ঃ; গর্গবাক্যে তু 'তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৯) ইতি প্রথমো, 'গোপায়স্ব সমাহিতঃ' ইতি দ্বিতীয়ঃ; 'ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ শ্রীনন্দবাক্যম্ তত্তদ্বাক্যমেবানেনানূদিতমিতি লভ্যতে, তস্মাদ্বিনয়ার্থং স্বপুত্রে সর্ব্বেষাং স্বসাধারণ্যেন মমতায়া গোপয়িতব্যতায়াশ্চ ব্যঞ্জনার্থমেব কিঞ্চিদন্যথা বিধায়ানূদিতমপি শ্লেষেণ যথার্থতয়া সম্পাদ্যতে স্ম॥ জী০ ১৬-২১॥

১৬-২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দশমের ৮ অধ্যায়ে নন্দনন্দনের নামকরণ কালে গর্গের দ্বারা উক্ত কথাই এখানে নন্দের দ্বারা পুনরুক্ত হচ্ছে—'বর্ণা' ইত্যাদি থেকে ২২ শ্লোকের 'ন বিস্ময়ঃ' পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রকট অর্থ অনুসন্ধানই সমীচীন—১০।৮।১৩-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ৩৬৩—৩৭৩ পৃষ্ঠা। গর্গের বাক্য ও নন্দের পুনরুক্তির মধ্যে দুইটি স্থানে সামান্য তফাৎ দেখা যায়, যথা—এই অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে প্রথম চরণ নন্দের বাক্য "তস্মাৎ নন্দকুমারোঽয়ম্", দ্বিতীয় চরণ "তৎ কর্মসু ন বিস্ময়ঃ"; গর্গবাক্যে ১০।৮।১৯ শ্লোকে "তস্মাৎ নন্দাত্মজোঽয়ং তে" প্রথম চরণ, "গোপায়স্ব সমাহিতঃ" দ্বিতীয় চরণ। 'গর্গমুনি আমাকে সাক্ষাৎ এরূপ জানিয়ে চলে গেলেন'এইরূপবক্ষ্যমান এই অধ্যায়ের ২৩শ্লোকে শ্রীনন্দবাক্য হেতু পূর্বের গর্গমুনির (১০।৮।১৩—১৯) শ্লোকের সেই সেই বাক্যই যে শ্রীনন্দমহারাজ পুনরুক্তি করলেন এখানে তা পাওয়া যাচ্ছে। নন্দের বিনয়ের জন্য এবং নিজ পুত্রে ব্রজজন সকলেরই অতি অসাধারণ মমতা ও পালন-বৃত্তি নিত্যই আছে, নূতন করে আর গর্গ বাক্যের পুনরুক্তি করে কি করে বলা যায় 'পালন করুন'—এইভাব প্রকাশের জন্য গর্গবাক্য কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে নন্দমহারাজ এখানে ২২ শ্লোকে বললেন 'এই বালকের পর্বত ধারণাদি কর্মে বিস্ময়ের কিছু নেই'— এরূপ ভাবে বললেও অর্থ কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই অর্থাৎ পালন করার কথাটাই এল॥ জী০ ১৬-২১॥

২২। তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ॥

২২। অন্বয়ঃ তস্মাৎ নন্দ অয়ং কুমারঃ গুণৈঃ শ্রিয়া (অঙ্গশোভয়া) কীর্ত্ত্যা অনুভাবেন (প্রভাবেন) নারায়ণ সমঃ [অতঃ] তৎ কর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ।

২২। মূলানুবাদঃ হে নন্দ! তোমার এই পুত্র ভক্তবৎসলাদি গুণে, ঐশ্বর্যে, কীর্তিতে এবং পরাক্রমে নারায়ণের সমান। তুমি এই বালককে সাবধানে রক্ষা করবে।

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নন্দকুমারোঽয়মিত্যত্র নন্দস্য তব কুমার ইতি ষষ্ঠীতৎপুরুষাৎ, তথা 'তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়' ইত্যত্র তথাপি স্বপ্রভাবেণ পুত্রতয়া লব্ধস্য তস্য নারায়ণস্যেবাস্য কর্ম্মসু বিস্ময়ো ন কার্য্যঃ, আশ্চর্য্যং মত্বা গোপায়নাদুদাসীনেন ন ভাব্যমিতি তাৎপর্য্যাবগমাৎ। কিঞ্চ, তৎকর্ম্মস্বিত্যুপলক্ষণং স্বাভাবিকপ্রেমবিষয়াশ্রয়ত্বেঽপি ন বিস্ময়ঃ কার্য্য ইতি শ্রীনন্দাভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু মিথো নিত্যস্বাভাবিকসম্বন্ধো হেতুরিতি ন জ্ঞায়তে স্ম। যদ্যপি পূর্ব্বং তৈর্গর্গবাক্যং জ্ঞাতমেবাস্তি, বকবধানন্তরম্ 'অহো ব্রহ্মবিদাং বাচঃ' (শ্রীভা০ ১০।১১।৫৭) ইত্যাদিবচনাৎ। তথাপ্যধুনা তত্তদক্ষরেণ সমগ্রতয়েতি বিশেষ ইতি সপ্ত বাক্যানি॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** (গর্গমুনির কথাটাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে নন্দ গোপেদের বলছেন) **নন্দকুমারঃ অয়ং**—সুতরাং তোমার এই কুমার গুণে নারায়ণ সম। **তৎ কর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ**—তথাপি স্বপ্রভাবে পুত্ররূপে লব্ধ এই কুমারের নারায়ণের মতো এই কর্ম নিচয় সম্বন্ধে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়—আশ্চর্য মনে করে এঁর পালন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া উচিত নয়—এখানে তাৎপর্য এরূপই বুঝতে হবে। আরও 'তৎকর্ম্মসু' বাক্যটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে—এই বালকের স্বাভাবিক প্রেমের বিষয়-আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধেও আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। এইরূপই নন্দের কথার অভিপ্রায়। বস্তুতস্তু কৃষ্ণ ও গোপেদের পরস্পর নিত্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ হেতু তাঁরা হৃদয়ে কখনও-ই ধারণা করতে পারে নি, তাদের কৃষ্ণ নারায়ণ সমগুণে—যদিও পূর্বে এই নন্দের মুখেই বকাসুর বধান্তে তাঁরা একবার সংক্ষেপে শুনেছিল এই কৃষ্ণ 'নারায়ণ সমগুণের'—(শ্রীভা০ ১০।১১।৫৭)। তথাপি অধুনা পুনরায় গর্গের সেই সেই অক্ষরে সমগ্রভাবে বলা হল ৭ টি শ্লোকে॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হে নন্দ, তস্মাদয়ং কুমার ইতি গর্গোক্তেন কেবলময়ং মমৈব কুমারোঽপি তু যুষ্মাকমপীত্যতোঽস্মিন্ ঐশ্বর্য্যে দৃষ্টেঽপি বাৎসল্যং প্রতিদিনমাশীঃশতঞ্চ ন ত্যাজ্যমিতি বিবক্ষয়ৈব "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ন্তে" ইতি গর্গোক্তেরনুক্তিঃ। "নারায়ণসমঃ" ইতি নারায়ণাবেশাদেব নত্বয়ং নারায়ণঃ, যথা সূর্য্যকান্তশিলাপি সূর্য্যসমেত্যুচ্যতে তস্মাদয়ং নেশ্বরঃ নাপি নিকৃষ্টো জীবঃ কিন্তু লোকোত্তরকর্ম্মা তস্মাদয়ং কোঽপ্যয়মস্মৎকুলভূষণ এব অতএব তেন গর্গেণৈব সর্ব্বান্তে প্রোক্তং "তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ" ইতি। তস্য লোকাতীত-

২৩। ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥

২৩। **অন্বয়ঃ** গর্গে ইতি অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মাং সমাদিশ্য স্বগৃহং গতে চ ইদানীম্ অক্লিষ্ট কারিণং (অস্মাকং সুখকারিণং) কৃষ্ণং নারায়ণস্য অংশং মন্যে।

২৩। **মূলানুবাদঃ** গর্গমুনি সাক্ষাৎভাবে আমাকে এইরূপ উপদেশ করত স্বগৃহে চলে গেলে সেই থেকে আমি ব্রজের দুঃখ বিনাশী কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করে থাকি।

কর্ম্মসু অত্যদ্ভুতদৃষ্ট্যা অয়মীশ্বর ইতি বুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যেতি তেনৈব নিষিদ্ধত্বাদস্মিন্ যুষ্মদনুকম্পে চিরং জীবেত্যাশীরেব কার্য্যা ন ত্বৌদাসীন্যমিতি ফলতো "গোপায়স্ব সমাহিত ইতি গর্গোক্তিরেবোক্তা। গোপানাং বিস্ময়নিরসনেন সংশয়াপনোদনঞ্চ কৃতমিতি॥ বি০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীনন্দের ইচ্ছা গোপগণের আগন্তুক ঐশ্বর্য বুদ্ধি দূর করে কৃষ্ণে যে তাঁদের স্বাভাবিক পুত্র-ভাই-বন্ধু আদি বুদ্ধি আছে, তা উচ্ছলিত করে উঠানো, কাজেই গর্গের "এই নন্দপুত্র" উক্তির পুনরুক্তি করে নিজের পুত্র রূপে কৃষ্ণকে নির্দিষ্ট না করে সকলেরই যাতে আপন বুদ্ধি জন্মে সেইভাবে গর্গের কথাটা কিঞ্চিৎ ঘুরিয়ে বললেন "এই বালক" অর্থাৎ হে গোপগণ এ কেবল আমারই বালক নয়, পরন্তু তোমাদেরও; অতএব এতে ঐশ্বর্য দেখলেও বাৎসল্য ও প্রতি দিন শতশত আশীর্বাদ দান ত্যাগ করো না। "নারায়ণ সম" গর্গের এই উক্তির অর্থ—নারায়ণের আবেশ হেতুই বলা হল 'নারায়ণ সম' এ নারায়ণ নয়—যথা, সূর্যকান্ত শিলাকেও সূর্য সম বলা হয়; সুতরাং এই বালক না-ঈশ্বর, না-নিকৃষ্ট জীব; কিন্তু অলৌকিক কর্মা। সুতরাং এ কোনও অনির্বচনীয় মহা পুরুষ আমাদের কুলভূষণ রূপে এসেছেন, অতএব গর্গের দ্বারা সর্বশেষে উক্ত হয়েছে—"সেই কর্মে বিস্ময়ের কিছু নেই" এর অলৌকিক কর্ম সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে 'এই বালক ঈশ্বর' এরূপ বুদ্ধি কর্তব্য নয়, কারণ গর্গই তা নিষেধ করে গিয়েছেন। তোমাদের অনুকম্পা পাত্র এতে 'চিরকাল বেঁচে থাক' এরূপ আশীর্বাদ করাই তোমাদের কর্তব্য, এর প্রতি উদাসীন থাকা উচিত নয়। এইরূপে ফলতঃ 'সাবধানে পালন কর' গর্গের এই উক্তিই নন্দের দ্বারা পুনরুক্ত হল। গোপেদের বিস্ময় দূর করণের দ্বারা সংশয়ও দূর করা হল॥ বি০ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যতোঽহং পিতাপি ততঃ প্রভৃতি তং শ্রীনারায়ণোপমমেব মন্যে ইত্যাহ—ইতীতি। অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** যেহেতু আমি পিতা হয়েও সেই দিন থেকে তাকে শ্রীনারায়ণ সম বলেই মনে করি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে---ইত্যদ্ধা। **অংশং**—শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশী বলে **মন্যে**—বিচার করি॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি। অস্মান্ অক্লিষ্টান্ কর্ত্তুং শীলং যস্য তম্॥ বি০ ২৩॥

২৪। ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।
মুদিতা নন্দমানর্চ্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ॥

২৪। **অন্বয়ঃ** ইতি গর্গগীতং (গর্গমুনিনা কীর্তিতং) নন্দবচঃ শ্রুত্বা গতবিস্ময়াঃ মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) ব্রজৌকসঃ নন্দং কৃষ্ণং চ আনর্চুঃ (সম্মানয়ামাসুঃ)।

২৪। **মূলানুবাদঃ** ব্রজবাসিগণ শ্রীনন্দের মুখে গর্গবাক্য শুনে গতবিস্ময় হয়ে পরমানন্দে নন্দ-মহারাজের পূজা করতে লাগলেন. পরে সন্ধ্যায় বন থেকে ফিরলে কৃষ্ণকে রত্ন-অলঙ্কারাদি উপহার দিয়ে সম্মান দেখালেন।

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অংশং**—শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশী বলে **মন্যে**—বিচার করি। **অক্লিষ্ট কারিণম্**—আমাদের দুঃখরহিত করাই স্বভাব যাঁর সেই কৃষ্ণ॥ বি॰ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** নন্দস্য বচঃ তদ্দ্বারা গর্গগীতঞ্চ শ্রুত্বা ; যদ্বা, গর্গস্য গীতং গাথা শ্রীভগবদ্গীতাদিবৎ গীতা বা যস্মিংস্তৎ।আনর্চ্চুঃ স্বস্বগৃহাদগন্ধ চন্দনবস্ত্রভূষাণাদিনা আদৌ নন্দস্যার্চ্চনং, শ্রীকৃষ্ণস্য তত এবোৎপন্নত্বাৎ তস্যাপি পিতৃত্বেন মান্যত্বাৎ। তচ্চ শ্রীকৃষ্ণে বনাদাগতে সন্ধ্যায়ামিতি জ্ঞেয়ম্। যদুক্তং শ্রীপরাশরেণ 'শ্রীকৃষ্ণং গোপাঃ সাক্ষাৎ এব পপ্রচ্ছুঃ' ইতি। তেন চ নিজাধিক্যজ্ঞানাৎ লজ্জয়া সপ্রণয়কোপং প্রত্যুক্তং যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর উবাচ—'গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্। উচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্॥ বয়মস্মান্মহাভাগ ভবতা মহতো ভয়াৎ। গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা॥ বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্। দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতত্তাত কথ্যতাম্॥ কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ। ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ॥ সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শপামোঽমিতবিক্রম। যথা তদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্॥ প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য ত্বয়ি কেশব। কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি॥ বালত্বং চাতিবীর্য্যং চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনম্। চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি॥ দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তু তে॥' শ্রীপরাশর উবাচ—'ক্ষণং ভূত্বা ত্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্। ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈরাহ কৃষ্ণো মহামুনে॥ মৎসম্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যো বোঽহং ততঃ কিংবা বিচারেণ প্রয়োজনম্॥ যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্য-মতোঽন্যথা॥' ইতি। তথা বৈশম্পায়নেনোক্তং তৎপ্রতিবচনম্—'মন্যন্তে মাং যথা সর্ব্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমাঃ। তথাহং নাবমন্তব্যঃ সজাতীয়োঽস্মি বান্ধবঃ॥ যদ্যহং ভবতাং শ্লাঘ্যো বান্ধবো দেবসপ্রভঃ। পরিজ্ঞানেন কিং কার্য্যং যত্নেষোঽনুগ্রহো মম॥' ইত্যাদি ; তচ্চ শ্রীনন্দোত্তরেণ হতসন্দেহা অপি পরমৌৎসুক্যেন সাক্ষাচ্ছ্রী-ভগবন্মুখাদেব শ্রোতুং দ্রঢ়য়িতুং চ তমেবোচুরিতি কল্পনয়াপরিহার্য্যমিতি॥ জী॰ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নন্দবচঃ**—নন্দের বাক্য ও তাঁর মুখে গর্গগীত শুনে ; অথবা, গর্গের রচিত বা শ্রীভগবৎগীতাদিবৎ গাওয়া শ্লোক নন্দমুখে শুনে। **আনর্চুঃ**—নিজ নিজ ঘর থেকে চন্দন বস্ত্র ভূষণাদি এনে তার দ্বারা প্রথমে নন্দকে পূজা করলেন গোপগণ। তৎপরই কৃষ্ণকে পূজা করলেন—গোবর্ধন ধারণাদিতে সমৃদ্ধি হেতু—নন্দের পূজা আগে হওয়ার কারণ ইনি পিতা বলে কৃষ্ণেরও মান্য। কৃষ্ণের এই পূজা হল সন্ধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ বন থেকে এলে, এরূপ জানতে হবে। শ্রীপরাশরের উক্তি, যথা—"কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম দেখে গোপগণ কৃষ্ণকে সাক্ষাৎই জিজ্ঞাসা করলেন'—এর প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ নিজ আধিক্য জ্ঞানে লজ্জায় সপ্রণয় কোপে তাদিকে বললেন—সেই কথার বর্ণন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপ আছে, যথা—"ইন্দ্র চলে [গেলে গোপগণ অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণকে প্রীতির সহিত বললেন—আমরা তোমাকে গোবর্ধন ধারণ করতে দেখলাম। অহো মহা ঐশ্বর্যশালী তুমি আমাদিকে ও গোধনদের মহাভয় থেকে উদ্ধার করলে। তোমার এই বাল্যক্রীড়া তুলনাহীন, কিন্তু রাখাল বালক সাজা তোমার পক্ষে নিন্দনীয়। তোমার এই কর্ম অলৌকিক। ব্যাপার কি বাপধন বলতো। যমুনা হ্রদে কালিয় দমন করলে, প্রলম্ব বধ হল। এই গোবর্ধন ধারণ প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের মন শঙ্কান্বিত হচ্ছে। সত্য সত্য শ্রীহরির পদ-যুগলের শপথ করে বলছি, হে অমিত বিক্রম তোমার এই বীর্য দেখে অতঃপর আর তোমাকে মানুষ বলে ভাবতে পারছি না। হে কেশব, সস্ত্রীপুত্র সমস্ত ব্রজজনের প্রীতি তোমাতেই। যে কর্ম সমস্ত দেবতাদেরও অশক্য, তুমি তা অনায়াসে করে ফেললে—বালক হলেও তোমার বীর্য নিরতিশয়। আমাদের মধ্যে জন্ম তোমার অশোভন। হে কৃষ্ণ, এইসব চিন্তা করে আমাদের মন অত্যন্ত শঙ্কিত হচ্ছে। তুমি দেবতা বা দানব বা যক্ষো-গন্ধর্ব যাই হও না কেন আমাদের বিচারে তো তুমি আমাদের বান্ধব—তোমাকে প্রণাম। শ্রীপরাশর বললেন—"হে মহামুনে! গোপগণ এরূপ বললে কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রণয়-কোপবান্ হয়ে ক্ষণকাল চুপ করে থাকলেন, অতঃপর বললেন – হে গোপগণ আমার সম্বন্ধে তোমাদের যদি লজ্জা না হয় তবে তোমাদের প্রশংসনীয়ই আমি, অতঃপর বিচারের কি প্রয়োজন ? যদি তোমাদের আমাতে প্রীতি থাকে, যদি তোমাদের প্রশংসনীয়ই হই আমি, তবে প্রাণের বন্ধু সদৃশ বুদ্ধিই আমাতে কর তোমরা। আমি না-দেবতা, না-গন্ধর্ব, না-যক্ষো, না দানব। আমি তোমাদের এক বন্ধু জাত হয়েছি এই ব্রজে, অন্য কোন প্রকার চিন্তা করো না।" শ্রীপরাশর বললেন—"গোপগণ এইরূপ বললে, হে মহামুনে কৃষ্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপের সহিত তাদিকে বলতে লাগলেন—তোমরা সকলে আমাকে যেরূপ মহাবলশালী মনে করছ, সেরূপ মনে করা উচিত নয়, আমি তোমাদের সজাতীয় বন্ধু। যদি আমি তোমাদের প্রশংসনীয় বান্ধব দেবতাদের মতো প্রভাবশালী হয়েই থাকি, তা হলেও এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানের কি প্রয়োজন যদি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ থাকে॥" ইত্যাদি; এই যে পরাশর বললেন, 'গোপগণ কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ জিজ্ঞাস করলেন', ইহাও শ্রীনন্দের উত্তরে গোপগণ সন্দেহ মুক্ত হলেও পরম উৎসুকতা বশতঃ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মুখ থেকে শ্রবণের জন্য ও নন্দের মতটা দৃঢ় করার জন্য কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন ; এরূপ কল্পনা ত্যাগ করা যায় না॥ জী০ ॥

২৫। দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দ-গোপসম্বাদো নাম
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

২৫। **অন্বয়ঃ** [যঃ] যজ্ঞবিপ্লবরুষা (যজ্ঞভঙ্গজন্য ক্রোধেন) দেবে (ইন্দ্রে) বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ (অশনি করকাপ্রবলবাতৈঃ) বর্ষতি আত্মশরণং সীদৎপালপশুস্ত্রি (অবসন্নাঃ পশবঃ পালাঃ স্ত্রিয়শ্চ যস্মিন্ তৎ গোষ্ঠং) দৃষ্ট্বা অনুকম্পী উৎস্ময়ন্ (ঈষৎ হসন্) অবলঃ (বালকঃ) লীলেচ্ছিলীন্ধ্রং যথা (লীলয়া ছত্রাকারং উদ্ভিদ্ বিশেষম্ ইব) এক করেণ শৈলং (গোবর্দ্ধনং) উৎপাট্য বিভ্রৎ গোষ্ঠং অপাৎ (ররক্ষ) মহেন্দ্র মদভিৎ (ইন্দ্রগর্ববিনাশনঃ) [সঃ] গবাং ইন্দ্রঃ (প্রভুঃ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রীয়াৎ (প্রীণাতু)।

২৫। **মূলানুবাদঃ** [শ্রীশুকদেবের উক্তি] দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞ-ভঙ্গজনিত ক্রোধে বর্ষণ করতে থাকলে বজ্র-শিলা-ঝড় জলে গো-গোপ-গোপীগণের বাসভূমি নিজ আশ্রিত ব্রজের অবস্থা নয়নগোচর করে ইন্দ্র গর্ব বিনাশী কৃপালু কৃষ্ণ যেমন ঈষৎ হাসি হাসি মুখে পর্বত উৎপাটিত করে বেঙ্গের ছাতার মতো অনায়াসে একহাতে ৭ দিন উপরে ধরে রেখে ব্রজ রক্ষা করে প্রীতি লাভ করেছিলেন সেইরূপ আমাদের প্রতি গোকুলেশ্বর কৃষ্ণ প্রীত হোন।

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আনর্চ্চুঃ বস্ত্ররত্নস্বর্ণমুদ্রোপহারেণ সম্মানয়ামাসুঃ। কৃষ্ণে বনাদাগতে সতি সায়ঞ্চ তং পীতাম্বরহারকটককুণ্ডলকিরীটৈরলঙ্কৃত্য জয় জয় ব্রজভূমিভূষণ, চিরং জীবেত্যুপলালয়ামাসুঃ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আনর্চুঃ**—নন্দকে বস্ত্ররত্ন স্বর্ণমুদ্রা উপহারের দ্বারা সম্মান করলেন। আর কৃষ্ণ বন থেকে ফিরলে সন্ধ্যা বেলায় পীতাম্বর-হার-কটক-কুণ্ডল-কিরীটের দ্বারা অলঙ্কৃত করে কৃষ্ণকে অতি আদরের সহিত লালন করতে লাগলেন এই বলে—'জয় জয় ব্রজভূমি-ভূষণ, চিরকাল বেঁচে থাক'॥ বি॰ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** এবং সমাপ্যাপি পরমানন্দেন তদেব গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং সপরিকরমনুস্মরন্, তত্র চ নিজভাবাশ্রয়স্য গোষ্ঠস্য নিজভাব-বিষয়েণ গবেন্দ্রতয়ানুধ্যাতেন শ্রীভগবতা কৃতাং রক্ষাং তদর্থমিন্দ্রমখভঙ্গভঙ্গীং চানুস্মৃত্য বাঢ়ং প্রীয়মাণস্তাং প্রীতিমেব সর্ব্বপুরুষার্থাধিকতয়ানুভবন্ তাঞ্চ পুনঃ শ্রীগবেন্দ্ররিরচিতপ্রীত্যনুগৃহীতত্বে সতি পরমাস্বাদবতীং জানংস্তৎপ্রীতিমেব প্রার্থয়তে—দেবেতি। তত্র দেবে বর্ষতীত্যপ্রতিকার্য্যত্বং সত্রাসমিব দর্শিতং, তত্রাপি যজ্ঞবিপ্লবরুষেত্যতিশয়ঃ। স্বরূপতোঽপ্যতিশয়মাহ—বজ্রেতি। পর্ষেতি রেফ-সংযোগী পাঠঃ ক্বচিৎ। বজ্রাদিভিঃ সীদন্তঃ পালা গোপাঃ পশবঃ স্ত্রিয়শ্চ যস্মিংস্তৎ

তত্রাপ্যতিশয়ঃ আত্মশরণমিতি তস্মান্মচ্ছরণমিত্যাদেঃ ; তত্রাপ্যতিশয়ং দৃষ্ট্বা স্বয়ং চক্ষুর্বিষয়ীকৃত্যেতি, অতএবানুকম্পীতি ভূম্নি মত্বর্থীয়ঃ। এবং কৃপাব্যগ্রেইপি তস্মিন্ শৌর্য্যং ত্বব্যগ্রমেবাসীদিত্যাহ—উৎস্ময়ন্নিত্যাদি, ইন্দ্রং প্রতি সোৎপ্রাসং স্ময়ন্নিত্যর্থঃ। তাদৃশ এব সন্ শৈলমুৎপাট্য তত্রাপ্যেকেন বামেন করেণ, তত্রাপি বালো লীলা-প্রয়োজনকমুচ্ছিলীন্ধ্রং যথা তদ্বৎ, তত্রাপি বিভ্রৎ সপ্তাহোরাত্রানেকরীত্যা দধৎ, তদেবং বিস্ময়-হর্ষৈৎসুক্যধৃতিভিরাবিষ্ট আহ—গোষ্ঠমপাদিতি সগর্বহর্ষমাহ—মহেন্দ্রমদভিদিতি। গবামিন্দ্রোইপি মহেন্দ্রস্য মদভেত্তা ইতি সোৎপ্রাসং, বস্তুতস্তু গবেন্দ্রত্বে তস্মিন্ মহেন্দ্রত্বমপি সমুদ্রে নদীবৎ প্রবিশতীতি ভাবঃ। প্রীয়া-দিত্যাশীর্লিঙ্। তৎপ্রীতৌ জাতায়াং মম গোষ্ঠজনানুগতত্বমপি সেৎস্যতীতি ভাবঃ। তথৈব গোষ্ঠজনভাবে-নাহ—ইন্দ্রো গবামিতি, নোইস্মাকং গোকুলেন্দ্রো বা। তদেবং তদেব স্বপুরুষার্থত্বেন দর্শিতং, শ্রীব্রহ্মবদেবেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র শ্রুতয়শ্চ 'জজান এব ব্যবাধত, স্পৃধঃ প্রাপশ্যদ্বীরোইভিপৌংস্যং রণম্, অবৃশ্চদদ্রিমিব অবসস্যদঃ স্পৃধস্তভ্নান্নাকং স্ববশ্যয়া পৃথুম্' ইতি। অয়মর্থঃ—বীরঃ শ্রীকৃষ্ণো জজানো জাতমাত্র এব, স্পৃধঃ স্পর্দ্ধ-মানান্ ব্যবাধত বিশেষেণৈব ববাধে, অভিপৌংস্যং রণং প্রাপশ্যৎ—পুংস ইদং পৌংস্যং স্বযোগ্যং রণং প্রাপশ্যৎ; দৈত্যৈর্নানাবিধান্ সংগ্রামাংশ্চকার ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অবসস্যদঃ স্বয়মেব গোবর্দ্ধন রূপেণ অব অনায়াসেন সস্যদঃ গোপৈর্দত্তমন্নাদিকং ভক্ষিতবান্। কিঞ্চ, স্পৃধৎ স্পর্দ্ধমানং নাকং তৎপতিং নাকস্থং মেঘচক্রং চাস্মভ্নাৎ স্তম্ভয়ামাস, যতঃ পৃথুমদ্রিমবৃশ্চদুৎপাট্য ধৃতবানিত্যর্থঃ ; স্ববশ্যয়া লীলয়া এবেতি ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ২৪ শ্লোকে গোবর্ধন ধারণ লীলা সমাপন করেও পরমানন্দে সেই গোবর্ধনধারী কৃষ্ণকেই সপরিকর নিরন্তর ধ্যান করতে করতে এবং তার মধ্যেও নিজভাবের বিষয় ব্রজরাখালরূপে নিরন্তর ধ্যাত কৃষ্ণকৃত নিজভাবের আশ্রয়স্থল ব্রজের রক্ষা বিষয়ে ও সেই প্রয়োজনে ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ-ভঙ্গী কৃষ্ণকে নিরন্তর ধ্যান করতে করতে অতিশয় প্রীতিপূর্ণ হলেন। অতঃপর সেই প্রীতিকেই সর্বপুরুষার্থ-অধিকরূপে অনুভব করত পুনরায় সেই ব্রজ-রাখালের হৃদয়োত্থ প্রীতি অনুগ্রহ করে তাঁর দ্বারাই প্রদত্ত হলে পরম আস্বাদ্য হবে, এরূপ জেনে সেই প্রীতিই প্রার্থনা করছেন—দেবে ইতি। **দেবে বর্ষতি**—দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ করতে থাকলে—এই বর্ষণরূপ প্রতিবিধান যেন ব্রজজনদের ভয় দেখানোর জন্যই করা হচ্ছে, এর মধ্যেও আবার **যজ্ঞবিপ্লবরুষা**—যজ্ঞভঙ্গজনিত ক্রোধে —এই বাক্যে প্রতিবিধানের অর্থাৎ ঝড়জলের আতিশয্য ধ্বনিত হচ্ছে। সেই আতিশয্য স্বরূপতঃ বলা হচ্ছে—বজ্র ইতি। **বজ্র ইতি**—বজ্রাদির দ্বারা অবসন্ন **পালা**—গোপগণ, পশু সকল, স্ত্রীগণ যথায় সেই ব্রজ—এর মধ্যেও **আত্মশরণম্**—এই ঝড়জল হেতু আমার শরণ নিতে হল, এর দ্বারা ঝড় জলের আতিশয্য বুঝানো হল। এর মধ্যেও ঝড় জলের এই আতিশয্য **দৃষ্ট্বা**—নিজের নয়নগোচর করে—অতএব দয়া পরবশ হয়ে। এইরূপে কৃপাব্যগ্রের মধ্যেও তাঁর শৌর্য কিন্তু অব্যগ্রই ছিল—এই আশয়ে বলা হল **উৎ-স্ময়ন্**—ঈষৎ হাস্য সহকারে (গোবর্ধন উৎপাটিত করত ইত্যাদি)—এই হাসি হল, ইন্দ্রের প্রতি উপহাস সূচক হাসি। এইরূপে হাসতে হাসতে পর্বত উৎপাটিত করে, তাও বাম করে, তাও আবার বাললীলা প্রয়োজন অনুরূপ ভাবে—যেমন নাকি কোনও বালক বেঙ্গের ছাতা তুলে ধরে সেইরূপ ভাবে। তাও

আবার **বিভ্রৎ** সপ্ত অহোরাত্র অনেক ভঙ্গীতে ধারণ করে থাকলেন। এইরূপে শ্রীশুকদেব বিস্ময়-হর্ষ-ঔৎসুক্য-ধৈর্যের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বললেন **গোষ্ঠ অপাৎ ইতি**—গোষ্ঠ রক্ষা করলেন। শ্রীশুকের সগর্ব-হর্ষভর উক্তি, **মহেন্দ্রমদভিৎ**—ইন্দ্রগর্বনাশক, গরুর রাখাল হয়েও ইন্দ্রের গর্ব বিনাশী, এইরূপে ইন্দ্রের প্রতি উপহাস, বস্তুতস্তু সেই গরুর রাখালের ভিতরেই ইন্দ্রও সমুদ্রে নদীবৎ প্রবেশ করে আছেন, এরূপ ভাব। **প্রীয়ান্ন**—[প্রীয়াৎ+ন] শ্রীশুক বলছেন আমাদের প্রতি প্রীত হোন। তাঁর প্রীতি জাত হলে আমার ব্রজজনের আনুগত্যও সিদ্ধ হবে, এরূপ ভাব। সেইরূপেই ব্রজজনের ভাবে বলছেন **ইন্দ্রো গবাম্**—ধেনুবৃন্দের অধিপতি, বা গোকুলের অধিপতি। এই যে ব্রজজনের মধ্যে একজন নিজেকে মনে করা, ইহাই নিজের পুরুষার্থরূপে দেখালেন শ্রীশুকদেব—ব্রহ্মাও ইহাই প্রার্থনা করেছেন চতুর্দশ অধ্যায়ে। এ সম্বন্ধে শ্রুতির উদ্ধৃতি "জজান এব ইত্যাদি", এর অর্থ—বীর শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মাত্রই স্পর্দ্ধায় উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন। স্বযোগ্য রণকৌতুকে বিহার করতে লাগলেন। নিজেই গোবর্ধন রূপে গোপেদের দত্ত বিশাল অন্নসম্ভার খেয়ে ফেললেন। আরও স্পর্দ্ধায় স্ফীত ইন্দ্র ও মেঘমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করে দিলেন—যেহেতু বিশাল পর্বত উৎপাটিত করে বা হাতে স্বেচ্ছায় অনায়াসে ঊর্ধ্বে ধরে রাখলেন ৭ দিন ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভো রাজন্নিন্দ্রকোপোত্থিতাদ্বজ্রাশ্মবর্ষাদিকান্মহাসঙ্কটাদ্গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃত্য তদাশ্রিতং গোষ্ঠং রক্ষন্ তন্মখপ্রবর্ত্তনপণ্ডিতঃ কৃষ্ণো যথা সুরলোকগর্ব্বহন্তা প্রীণাতি তথৈব ব্রহ্মকোপোত্থিতা-দ্বাগ্বজ্রাদিদং শ্রীভাগবতং বেদোদধিভ্য উদ্ধৃত্য ত্বাং রক্ষন্ তৎপরায়ণমখপ্রবর্ত্তনপণ্ডিতঃ কৃষ্ণো ভক্তিরহিতদার্শনিক ভূসুরলোকগর্ব্বহন্তা প্রীণাত্বিত্যাশয়েন পরীক্ষিতঃ স্বান্তঃপাতং মানয়ন্ কৃষ্ণপ্রীতিং প্রার্থয়তে,—দেবে ইতি। যজ্ঞবিপ্লবেন যা রুট্‌তয়া দেবে ইন্দ্রে বর্ষতি সতি বজ্রৈরশ্মভিশ্চ পরুষানিলৈশ্চ সীদৎপালপশুস্ত্রি সীদন্তঃ পালাঃ পশবস্ত্রিয়শ্চ যস্মিন্ তত্তথা। আত্মা স্বয়মেব শরণং যস্য তদ্গোষ্ঠং দৃষ্ট্‌বা অনুকম্পী কৃপালুরুৎস্ময়ন্ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্ অবলো বালো লীলয়া যথা উচ্ছিলীন্ধ্রমেকেনৈব করণোৎপাটয়তি তথৈবোৎপাট্য যো গোষ্ঠমপাৎ স গবামিন্দ্রেতি ইন্দ্র এবেন্দ্রস্য মদং ভিনত্তীতি ন্যায়ঃ। কৃষ্ণো নো মাং পরীক্ষিতং এতান্ শ্রোতৃংশ্চ প্রতি প্রীয়াৎ প্রীণাতু ॥ বি০ ২৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষড়্‌বিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! ইন্দ্রের কোপোত্থিত বজ্র-শিলা-বর্ষাদি মহাসঙ্কট হেতু গোবর্ধন উপরে উঠিয়ে ধরে তাঁর আশ্রিত ব্রজজনকে রক্ষা করে গোবর্ধন যজ্ঞ-প্রবর্তন পণ্ডিত, সুরলোক গর্ব হন্তা কৃষ্ণ যেরূপ প্রীত হয়েছেন, সেইরূপ শৃঙ্গী মুনির কোপোত্থিত বাক্‌বজ্র হেতু এই শ্রীভাগবত বেদসাগর থেকে উঠিয়ে ধরে তোমাকে রক্ষা করে শ্রীমদ্ভাগবত-পরায়ণ-যজ্ঞ প্রবর্তন-পণ্ডিত, ভক্তিরহিত দার্শ-নিক ব্রাহ্মণদের গর্ববিনাশী কৃষ্ণ প্রীত হউন, এই আশয়ে পরীক্ষিতকে নিজভাবান্তর্গতমাননা করে কৃষ্ণপ্রীতি প্রার্থনা করছেন—দেবে ইতি। যজ্ঞভঙ্গের ক্রোধে ইন্দ্রদেব বর্ষণ করতে থাকলে বজ্র-শিলা-ভীষণ ঝড়ে 'সীদৎ

পাল-পশু-স্ত্রী' অর্থাৎ অবসন্ন গো-গোপ-স্ত্রীদের আবাসভূমি, তথা **আত্মশরণম্**—নিজৈক শরণ ব্রজকে দেখে **অনুকম্পী**—কৃপালু (কৃষ্ণ) ঈষৎ হাসতে হাসতে প্রৌঢ়ি (উদ্যম) আবিষ্কার করে বালক যেমন এক হাতে বেঙ্গের ছাতা উঠিয়ে ধরে সেইরূপ অনায়াসে বা হাতে গোবর্ধন পর্বত উঠিয়ে ধরে ব্রজ রক্ষা করলেন। **গবাম্ ইন্দ্রো**—গোকুলের ইন্দ্র—এখানে ন্যায় হল, ইন্দ্রই ইন্দ্রের গর্ব দূর করলেন। **প্রীয়ান্ন**—'নঃ' আমাদের প্রতি—আমার প্রতি পরীক্ষিতের প্রতি এবং এই সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের প্রতি প্রীত হউন ॥ বি॰ ২৫ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশম-ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।